প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন

কেমন তামাক-কর চাই?

কনফারেন্স রুম-৩, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ০৩ মে ২০১৮

উপস্থিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে আসন্ন ২০১৮-১৯ বাজেটে তামাকপণ্যে যুগোপযোগী এবং কার্যকর করারোপের দাবিতে প্রজ্ঞা ও এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এ্যলায়েন্স-আত্মা'র উদ্যোগে তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের সম্মিলিত আয়োজন আজকের এই প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সুধী,

কার্যকরভাবে করারোপের মাধ্যমে তামাকের দাম বাড়ালে তামাক ব্যবহার সন্তোষজনকহারে হ্রাস পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, করারোপের ফলে তামাকের প্রকৃত মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশ হ্রাস পায়, যা জনস্বাস্থ্যের নিরিখে প্রশংসনীয় সূচক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক কর বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কার্যকর করারোপের অভাবে এখানে তামাকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। উল্টো সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের দাম সস্তা থেকে সস্তাতর হয়েছে।

বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি ১৩ লক্ষ (GATS, ২০০৯) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন। ২৩.২% ধূমপায়ী এবং ৩১.৭% ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে অনেক বেশি। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তামাক আসক্তি অত্যন্ত উদ্বেগজনক; ১৩-১৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তামাক সেবনের হার ৯.২% (GSHS, ২০১৪)। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার (IHME, ২০১৬) মানুষ অকাল মৃত্যু বরণ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, তামাকখাত থেকে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব পায় তামাক ব্যবহারের কারণে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসায় সরকারকে স্বাস্থ্যখাতে তার দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

সুপ্রিয় সংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তামাককে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল অর্থাৎ ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে জনগণের তামাকজাত পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং একইসাথে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক কর-কাঠামো অত্যন্ত জটিল। সিগারেটের ক্ষেত্রে মূল্যস্তর প্রথা চালু রয়েছে, যা কার্যত ৫টি স্তরে বিভক্ত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সিগারেটের নিম্ন মূল্যস্তরকে 'দেশীয় ব্রান্ড' এবং 'আন্তর্জাতিক ব্রান্ড' নামে দুটি পৃথক স্তরে বিভক্ত করে মূল্যস্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যদিও বহুজাতিক তামাক কোম্পানি বিএটিবি সরকারের এই নির্দেশনা মানছেনা। সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত (নিউ এইজ, ১৯ এপ্রিল ২০১৮) এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৮ মাসে বিএটিবি নিম্নস্তরের সিগারেটে সরকারের প্রাপ্য অতিরিক্ত ১হাজার ৬শ ১৮ কোটি টাকার রাজস্ব প্রদান করেনি। অন্যদিকে, ১০০+ মূল্যস্তরের সিগারেট বাজারে প্রচলিত থাকলেও বাজেট এসআরও'তে এর কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ সিগারেট রাজস্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ আসে এই স্তর থেকে। বিড়ির ক্ষেত্রে ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার বিভাজন এবং গুল-জর্দার ক্ষেত্রে এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস প্রথা চালু রয়েছে। এই জটিলতা সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি করছে এবং কর ফাঁকির সুযোগ সৃষ্টি করছে। একইসাথে তামাকপণ্যের ধরন এবং ব্র্যান্ড ভেদে ভিত্তিমূল্য ও কর-হার এ ব্যাপক পার্থক্য থাকায় ভোক্তার তুলনামূলক সস্তা ব্র্যান্ড/তামাকপণ্য বেছে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করছে, যা তামাক করের কার্যকারিতা হ্রাস করছে।

তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে আইনগত দায়বদ্ধতার বিষয়টিও গুরত্বপূর্ণ। (**এক**) এফসিটিসি'র স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ চুক্তির ধারা ৬ মোতাবেক তামাকের চাহিদা হ্রাস কল্পে তামাকপণ্যে করারোপের নির্দেশনা রয়েছে। (**দুই**) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি'র) টার্গেট ৩(এ) মোতাবেক তামাকের ব্যবহার হ্রাসে করারোপসহ এফসিটিসি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। (**তিন**) ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী SDG এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য-৩ অর্জনে করারোপসহ এফসিটিসি বাস্তবায়ন ও তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্তত ৩টি কারণে তামাকপণ্যে কার্যকরভাবে করারোপ করা জরুরি। **প্রথমত:** তামাকপণ্য দিন দিন সস্তা থেকে আরও সস্তা হচ্ছে, ফলে এর ব্যবহার ও ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা রোধ করা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৬ সালের তথ্যমতে, পৃথিবীতে যেসব দেশে সিগারেটের মূল্য অত্যন্ত কম বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

মিয়ানমার, নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাংলাদেশে কম দামে সস্তা ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য আরও সস্তা। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (সিটিএফকে) এর ২০১৭ সালে প্রকাশিত এক তথ্যচিত্রে দেখা গেছে, ২০০৮-০৯ সালে ৫০০০ শলাকা বিড়ি কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র ১.৮০ শতাংশ ব্যয় হতো সেখানে ২০১৫-১৬ সালে একই পরিমাণ বিড়ি কিনতে ব্যয় হয়েছে ১.৩ শতাংশ অর্থাৎ বিড়ির প্রকৃত মূল্য কমে গেছে। সিগারেটের স্তরভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রিমিয়াম এবং উচ্চ স্তরের সিগারেটের ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ সালের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে নির্দিষ্ট পরিমাণ সিগারেট কিনতে একজন ধূমপায়ীকে তার মাথাপিছু আয়ের কম অংশ ব্যয় করতে হয়েছে। নিম্নস্তরে এই হার একই রয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ** তামাক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তুলনায় ক্রমশ সস্তা হয়ে পড়ছে। দুধ, ডিম, চাল ও সিগারেটের ভোক্তা মূল্যসূচক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ২০০১-০২ সাল থেকে ২০১২-১৩ সময়ে দুধ, ডিম ও চালের তুলনায় সিগারেট ক্রমশ সস্তা হয়ে পড়েছে। **তৃতীয়তঃ** তামাক কর স্বল্পমেয়াদে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের একটি অন্যতম উৎস। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে তামাক করকে রাজস্ব আহরণের একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের উপর কার্যকরভাবে করারোপ করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পায়। ফিলিপাইন, তুরস্ক, মেক্সিকো ও সাউথ আফ্রিকা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাউথ আফ্রিকায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সময়কালে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে ফলে সেখানে একদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মাঝে মাথাপিছু দিনপ্রতি সিগারেট সেবনের পরিমাণ ৪টি থেকে কমে ২টিতে নেমে এসেছে অন্যদিকে এসময়ে সরকারের রাজস্ব আয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন বাংলাদেশে তামাকপণ্যে যে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে তা আরোপ করা হয় ad valorem অর্থাৎ মূল্যের শতাংশ হারে, যা অত্যন্ত পুরাতন এক পদ্ধতি। বর্তমানে পৃথীবির অনেক দেশ তামাকপণ্যে কার্যকর করারোপে মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। সুতরাং, আমরা এই ad valorem পদ্ধতির পাশাপাশি সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর (স্পেসিফিক ট্যাক্স) আকারে আরোপের প্রস্তাব করছি। সুনির্দিষ্ট কর শলাকার সংখ্যা (বিড়ি, সিগারেট) বা ওজনের (গুল, জর্দা) উপর আরোপ করা হয়। সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্স প্রচলনের প্রস্তাবনা বিদ্যমান জটিল কর ব্যবস্থা সহজীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পদ্ধতিতে কর আহরণ এড ভ্যালোরেম (সম্পূরক) পদ্ধতির চেয়ে তুলনামূলক সহজ। দামের উঠানামার উপর নির্ভরশীল না হওয়ায় সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্স তামাকপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে তামাকের ভয়াবহতা মোকাবেলা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যে কার্যকর ও বর্ধিত হারে করারোপের দাবিতে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশ সমূহ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রস্তাবিত কর-সুপারিশসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশের তামাক করনীতিকে বিশ্বের সর্বোত্তম করনীতিগুলোর কাতারে নিয়ে যাবে:

প্রস্তাবনাসমূহ

১. **সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা দুইটিতে (নিম্ন এবং উচ্চ) নামিয়ে আনা:**
নিম্নস্তরের সিগারেটে করারোপের ক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভাজন তুলে দেওয়া এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরকে একত্রিত করে একটি মূল্যস্তরে (উচ্চস্তর) নিয়ে আসা; নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের **সর্বনিম্ন মূল্য ৫০ টাকা** নির্ধারণ করে ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং উচ্চস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের **সর্বনিম্ন মূল্য ১০০ টাকা** নির্ধারণ করে ৬৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং সকল ক্ষেত্রে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটে **৫ টাকা** সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা।

২. **ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার বিভাজন বাতিল করে প্রতি ২৫ শলাকা বিড়ির সর্বনিম্ন মূল্য ৩০ টাকা নির্ধারণ:**
বিড়ির ক্ষেত্রে ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার বিভাজন বিলুপ্ত করা; প্রতি ২৫ শলাকা বিড়ির সর্বনিম্ন মূল্য ৩০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক এবং **৬ টাকা** সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা। বর্তমান সরকারের গৃহীত নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সহজলভ্যতার কারণে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোক্তা এর ব্যবহারের সুযোগ নেয় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

৩. **ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের (জর্দা ও গুল) এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস প্রথা বিলুপ্তকরণ:**
এক্স-ফ্যাক্টরি প্রাইস প্রথা বিলুপ্ত করে সিগারেট ও বিড়ির ন্যায় খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে করারোপ করা; প্রতি ২০ গ্রাম ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক এবং **১০ টাকা** সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে বিড়ির উপর কর নির্ধারণের ভিত্তি 'ট্যারিফ ভ্যালু' প্রথা বাতিল করে 'খুচরা মূল্য' পদ্ধতি চালু করায় সরকার প্রায় ২৯৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করবে। আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ নারীদের মাঝে এই পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে জর্দা-গুল ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

৪. সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য থাকবে।

সুপারিশমালা

১. দীর্ঘমেয়াদে তামাকপণ্যের উপর করারোপে এড ভ্যালোরেম প্রথার পরিবর্তে কেবল সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্স পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে;
২. তামাককর ব্যবস্থা সহজ করতে:
   - পর্যায়ক্রমে সকল তামাকপণ্য অভিন্ন পরিমাণে (শলাকা সংখ্যা এবং ওজন) প্যাকেট/কৌটায় বাজারজাত করতে হবে;
   - একক মূল্যস্তর প্রথা প্রচলনের জন্য সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা কমিয়ে আনা;
   - তামাকপণ্যের মধ্যে কর এবং মূল্য পার্থক্য কমিয়ে আনা;
   - এড ভ্যালোরেম পদ্ধতি তুলে না দেওয়া পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্সের অংশ ক্রমশ বৃদ্ধি করা;
৩. আয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট এক্সাইজ ট্যাক্স নিয়মিত বৃদ্ধি করা;
   - একটি সহজ এবং কার্যকরী তামাককর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করতে হবে, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে;
৪. সকল প্রকার ই-সিগারেট এবং হিট-নট-বার্ন (আইকিউওএস) তামাকপণ্যের উৎপাদন, আমদানি এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা।;
৫. কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর প্রশাসন শক্তিশালী করা, কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক জরিমানার ব্যবস্থা করা;
৬. তামাকের চুল্লি প্রতি বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা লাইসেন্সিং ফি আরোপ করা;
৭. আদায়কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণসহ অসংক্রামক রোগ মোকাবেলায় অর্থায়ন করা। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বৃদ্ধি (২%) একটি অন্যতম কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

তামাকের ব্যবহার কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বাড়ানো। কার্যকরভাবে কর বাড়ালে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় এবং সহজলভ্যতা হ্রাস পায়। উচ্চ মূল্য তরুণদের তামাক ব্যবহার শুরু নিরুৎসাহিত করে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীদেরকে তামাক ছাড়তে উৎসাহিত করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তামাক-কর প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হলে:

- প্রায় ৬.৪২ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী (৩.০৭ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী এবং ৩.৩৫ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী) ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে;
- সিগারেটের ব্যবহার ২.৭ শতাংশ এবং বিড়ির ব্যবহার ২.৯ শতাংশ হ্রাস পাবে;
- দীর্ঘমেয়াদে ২.০১ মিলিয়ন বর্তমান ধূমপায়ীর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে (১.০৮ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী এবং ০.৯৪ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী); এবং
- ৭৫ থেকে ১০০ বিলিয়ন টাকা (অথবা জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ) অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। এই অতিরিক্ত রাজস্ব তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে ব্যয় করা যেতে পারে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এবারের বাজেটে তামাকপণ্যে করারোপ নিয়ে তামাক কোম্পানিদের সংগঠন বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএমএ) ও বিড়ি শিল্প মালিক সমিতির দৌড়ঝাঁপ শুরু করার খবর গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। দুই দফা তারিখ পরিবর্তন করে গত ২৩ এপ্রিল এনবিআর এ প্রাক-বাজেট বৈঠকে অংশগ্রহণ করে সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। বৈঠকে সিগারেটের কর বাড়ানোর সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে চোরাচালান বৃদ্ধির যে কল্পনাপ্রসূত যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে তা কোনভাবেই সত্য নয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে আমরা জানতে পেরেছি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান মহোদয় তামাক কোম্পানির এই অযৌক্তিক দাবির সাথে একমত পোষণ করেছেন, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০১৬ সালে সংগৃহীত বিভিন্ন দেশের সিগারেটের (২০ শলাকা প্যাকেট) গড় মূল্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আশেপাশের দেশসমূহের মধ্যে মাত্র ২টি দেশে (নেপাল ও মিয়ানমার) সস্তা সিগারেটের দাম বাংলাদেশের চেয়ে কম এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রতিবেশী দেশ ভারতে সস্তা সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। আমাদের প্রশ্ন, তাহলে দেশে সিগারেটের এত বিপুল চোরাচালান হয় কিভাবে? বাংলাদেশে তামাকপণ্যের চোরাচালান খুবই সামান্য। যেহেতু চোরাচালান একটি দেশের দুর্বল সীমান্ত ও বন্দর ব্যবস্থাপনা ইঙ্গিত করে, সেহেতু তামাক কোম্পানির ফাঁদে পা দিয়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তার এধরনের বক্তব্য জনমনে ভুল ধারণা ছড়িয়ে দিতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে মানবসম্পদসূচক তথা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের চলমান অর্জন বজায় রাখার বিকল্প নেই। তবে তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুহার এবং বিড়ি কারখানাগুলোতে শিশুশ্রমের ব্যবহার অব্যাহত থাকলে মানবসম্পদসূচকের বিদ্যমান অর্জন ধরে রাখা সম্ভব হবেনা। এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু

এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি ২০৪০ সাল নাগাদ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধি। প্রস্তাবিত তামাক-কর সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে এবং নতুন রাজস্ব সৃষ্টির দ্বার উন্মোচিত হবে, যা দিয়ে সরকার দেশের স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে অর্থায়ন করতে পারবে। একইসাথে, তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস পাবে, যা সরকার এবং জনগণ উভয়ের জন্যই লাভজনক। তাই প্রস্তাবিত তামাক-কর উন্নয়নের নতুন সুযোগ।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর কার্যকর ও বর্ধিত হারে কর আরোপের দাবিতে আমাদের প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও জনগণের জীবন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের গণমাধ্যমে সরকারের বিবেচনার জন্য ও জনগণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরবেন। দেশের কল্যাণে, দেশের মানুষের স্বার্থে, জন-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনাদের কাছে আমাদের এ প্রত্যাশা অমূলক নয়।

বন্ধুগণ,

প্রজ্ঞা ও এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এ্যালায়েন্স (আত্মা'র) উদ্যোগে তামাকবিরোধী সংগঠন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি), ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন (ইপসা) এবং তামাকবিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিবার-পরিজন-নিকটজনসহ আপনারা সবাই দীর্ঘায়ু হোন, ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

আয়োজক:

সহযোগিতা: Bloomberg Philanthropies